চুক্তি করে আগাম টাকা, বীজ নিয়ে তবেই মাঠে নামবেন চাষি, নয়া দাওয়াই রাজ্যের

সুদীপ রায়চৌধুরি

আগে দামদস্তুর নিয়ে চুক্তি। হাতে আগাম টাকা, বীজ, সার, কীটনাশক। তার পরই ফসল বুনতে খেতে নামবে চাষি। রাজ্যে কৃষিজাত শিল্পকে চাঙ্গা করতে সবজি ও ফলফুলের ক্ষেত্রে এমনই অভিনব দাওয়াই রাজ্য সরকারের। নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত এই নয়া ফরমুলাকে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা বলছেন—'বাই ব্যাক সিস্টেম'। যে সিস্টেমে চাষিকে ফলানো ফসলের ঝুড়ি নিয়ে বিক্রির জন্য হাটে হাটে ঘুরে বেড়াতে হবে না। বরং মরশুমের আগেই বাজারের চাহিদা হিসাবে করে চাষির উঠোনে হাজির হবে কৃষিপণ্য বিপণনকারী কর্পোরেট সংস্থার লোকজন। তারাই বলে দেবে কোন ধরনের ফসল চাষ করলে তারা মাঠ থেকেই তা কিনে নেবে। ফসল যাতে সঠিক গুণমানের হয়, সেজন্য নির্দিষ্ট মানের বীজ দেবে বিপণন সংস্থাই। দেবে সার ও কীটনাশকও। এ নিয়ে আগাম চুক্তিও হবে দু'পক্ষের। চুক্তিতে লেখা থাকবে, কী দামে ফসল কিনবে বিপণন সংস্থা। আগে থেকে ফসলের দাম নির্ধারিত হয়ে যাওয়ায় ফলে এবং বিক্রি নিশ্চিত হওয়ায় ফড়েদের চক্করে ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তি ঘটছে কৃষকের।

আগে থেকে বিক্রি নিশ্চিত করে তবে উৎপাদনে নামার এই পদ্ধতি বাণিজ্য দুনিয়ায় চেনা ফরমুলা। কেউ একে বলেন 'জব ওয়ার্ক', কেউ বলেন 'বাই ব্যাক সিস্টেম'। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নুঙ্গি-মহেশতলার জুতো কিংবা পোশাক শিল্প, মুর্শিদাবাদের বিড়ি শিল্প, লুধিয়ানা ও জলন্ধরের ইঞ্জিনিয়ারিং-চামড়া-পোষাক ইত্যাদি হরেক শিল্প, মায় চিনের সাংহাই-গুয়াংঝৌ-সহ যাবতীয় দুনিয়াবিখ্যাত শিল্পতালুকে এটাই চালু সিস্টেম। পাড়ায় পাড়ায় মুরগি পালন বা পোল্ট্রি শিল্পে এই পদ্ধতিতেই ব্যবসা চলে। আরামবাগ হ্যাচারি বা সুগুনার মতো বড় সংস্থাগুলি ব্রয়লার মুরগির ছানা ও ওষুধ তুলে দেয় মুরগি পালকদের হাতে। পালকরা সেই মুরগির বাচ্চা বড় করে নির্দিষ্ট সময় পর তুলে দেয় মূল সংস্থার হাতে। পূর্ব নির্ধারিত দরে কেজি হিসাবে সেই মুরগির দাম পেয়ে যান পালকরা। "এটা নতুন কিছু নয়। পোল্ট্রি শিল্পের সিস্টেমই রাজ্যে সবজি-ফল-ফুল চাষে চালু করতে চাইছি আমরা।" বলছেন মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা। এ রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের অবির্ভাব নয়ের দশকে। সেই দফতরের প্রথম মন্ত্রী এই 'চাষার ব্যাটা' রেজ্জাকই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন বাংলা গড়ার যজ্ঞে সামিল হওয়ার পর ফের পেয়েছেন সেই মন্ত্রীজীবনের প্রথম দফতরের ভার। পুরনো চেয়ারে বসে তাঁর খেদোক্তি, "এই দফতর আমারই হাতে তৈরি। তখন অনেক কিছু শুরু করার চেষ্টা করেছিলাম। এবার এসে দেখছি সব তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে। নতুন করে আবার দফতরটাকে গড়ে তুলতে হচ্ছে।" সেই নতুন করে গড়ে তোলার পর্বে 'চাষার ব্যাটা' পহেলা বাজি সবজি চাষে 'বাই ব্যাক সিস্টেম'। জানাচ্ছেন, প্রথম ধাপে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় চাষিদের অংশীদার করে ১৭টি সমবায় ও কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। রেজ্জাকের কথায়, কোম্পানিগুলির সঙ্গে। ফলে চুক্তি অনুযায়ী কোন সবজি কোন জমিতে চাষ হবে, তা ঠিক করবে চাষিদের নিজ মালিকানাধীন এই সমবায় বা কোম্পানি। সেখানে কর্পোরেট সংস্থার কোনও অধিকারই থাকছে না। এতে চাষির জমি চাষির হাতেই থাকছে। সে শুধু দাদন নিয়ে ফসল ফলিয়ে তুলে দেবে নিজেদের সমবায় বা কোম্পানিকে। সেই সমবায় বা কোম্পানি ফসল সরবরাহ করবে দাদন দেওয়া বিপণন সংস্থাকে।"

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর-সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই রিলায়েন্স অ্যাগ্রো, স্পেনসারস, আইটিসি-র মতো সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়েছে এই প্রকল্পের জন্য। প্রাথমিকভাবে আগ্রহও দেখিয়েছে সবাই। এখন বিষয়টি চূড়ান্ত করার পর্ব। "কাকদ্বীপ-সাগরের পান থেকে টম্যাটো বা কাঁচালঙ্কা, হুগলি-নদিয়া-উত্তর ২৪ পরগনার মটরশুঁটি থেকে মাশরুম অন্যান্য সবজি, ডাবের জল জাতীয় বিভারেজ— আমাদের রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের এলাকাটা বিশাল। কৃষককে মার্কেট ইকোনমির মধ্যে নিয়ে এসে কৃষিকে ঠিক মতো বাজারসম্পৃক্ত করা গেলেই রাজ্যের চেহারাটা পাল্টে যাবে।" বলছেন আত্মবিশ্বাসী রেজ্জাক মোল্লা।